ই-অগ্রণী দর্পণ

৫ম বর্ষ। ২য় সংখ্যা। এপ্রিল-জুন ২০২৩

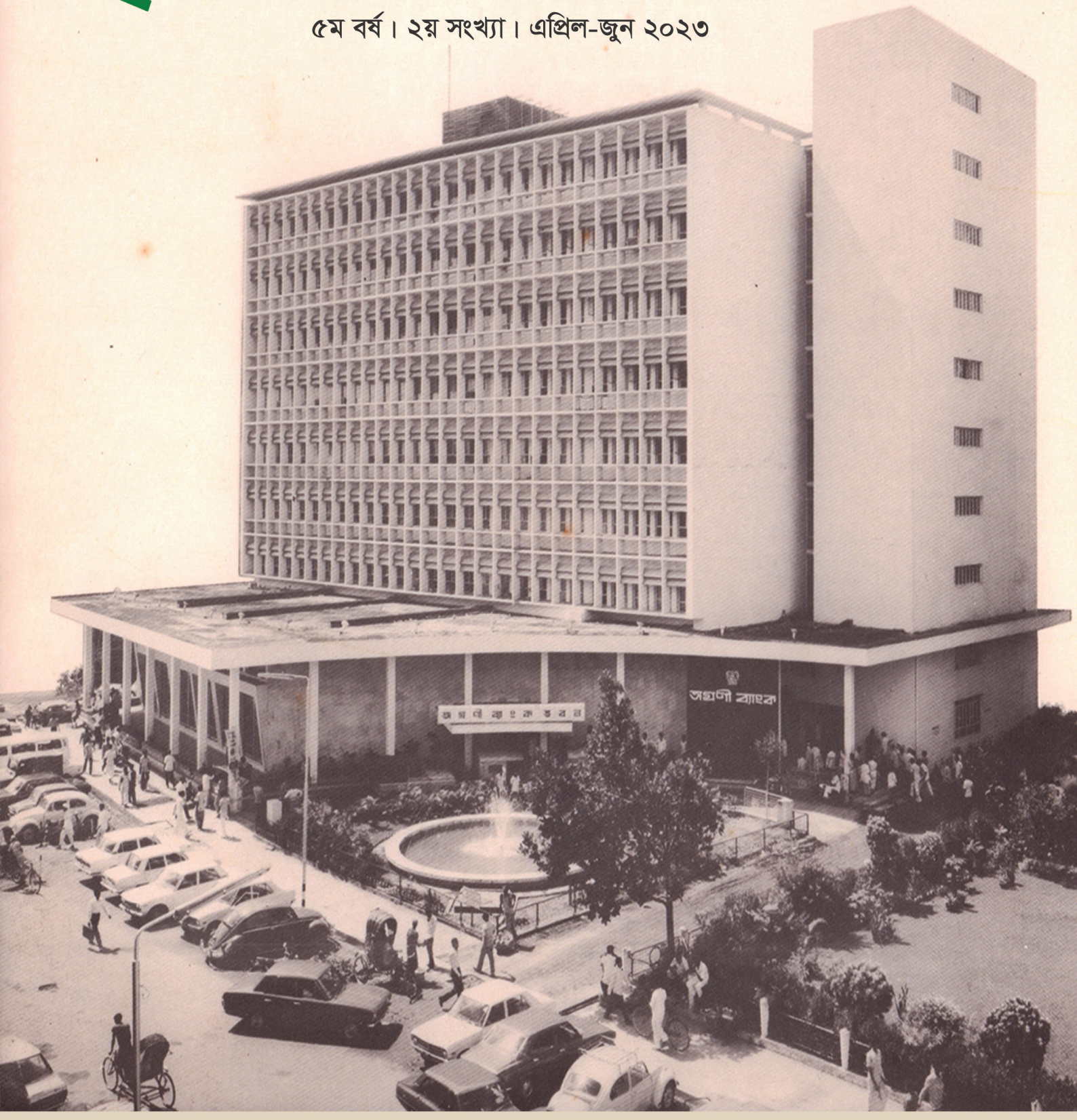

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

Agrani Bank Limited

Committed to serve the nation

www.agranibank.org

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited

Committed to serve the nation

পরিচালনা পর্ষদ

চেয়ারম্যান
ড. জায়েদ বখ্‌ত

পরিচালক
বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য খোকন, এনডিসি
মফিজ উদ্দীন আহমেদ
কাশেম হুমায়ূন
কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু
খোন্দকার ফজলে রশীদ
তানজিনা ইসমাইল
মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ
মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও
মো. মুরশেদুল কবীর

প্রধান উপদেষ্টা
মো. মুরশেদুল কবীর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

উপদেষ্টা
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ

ওয়াহিদা বেগম
শ্যামল কৃষ্ণ সাহা
মো. আনোয়ারুল ইসলাম
রেজিনা পারভীন

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মহাব্যবস্থাপকগণ

মো. গোলাম কিবরিয়া
মো. সামছুল হক
শামিম উদ্দিন আহমেদ
মো. শামছুল আলম
একেএম ফজলুল হক
মো. আবুল বাশার
মো. নুরুল হুদা
আবু হাসান তালুকদার
মো: আফজাল হোসেন
মো. সামিউল হুদা
এনামুল মাওলা
একেএম শামীম রেজা
হোসাইন ঈমান আকন্দ
বাহারে আলম
মো. আমিনুল হক
মো. আশেক এলাহী
মোহাম্মদ ফজলুল করিম
মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকী
শাহীনূর সুলতানা
মোহাম্মদ দীদারুল ইসলাম

মো. শাহিনূর রহমান

সম্পাদকীয় পরামর্শক
রূবানা পারভীন
মহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সম্পাদক
শাহনাজ চৌধুরী
উপমহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সহকারী সম্পাদক
মো. মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান

গ্রাফিক্স ডিজাইনার
ফারহানা সুলতানা

প্রকাশনায়: স্পেশাল স্টাডি সেল, পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড,
আলামিন সেন্টার (ফ্লোর ১৩),২৫/এ দিলকুশা, ঢাকা ১০০০।
ফোন ৮৮০২-৯৫১৫২৮৫, ইমেইল ssc@agranibank.org
www.eagranidarpon.org

৫ম বর্ষ। ২য় সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০২৩

সূচিপত্র

০৪ অগ্রণী পরিক্রমা

১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা

০৫ সিএমএসএমই খাতে প্রণোদনা ঋণ বিতরণে সভা

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা

০৬ শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় বিষয়ক সেমিনার

০৭ অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুরের সাধারণ সভা ও বোর্ড সভা

পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৮ মহাব্যবস্থাপককে সংবর্ধনা

০৮ চুক্তি

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

০৯ ট্রেনিং ও কর্মশালা

৩ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পুরস্কার

শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন আট কর্মকর্তা

১০ পদোন্নতি

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হলেন ৮ উপ-মহাব্যবস্থাপক

১১ পদোন্নতি পেলেন ৩২ জন নির্বাহী

শোক সংবাদ

সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হলেন আইসিটি কর্মকর্তা

স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া

ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার: মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান

১২ সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কবিতা

আমার সকাল সন্ধ্যা: মোহাম্মদ আবুল কাশেম

১৩ গল্প

দুধভাত: মো. মাহমুদুল হক

সম্পাদকীয়

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ডিজিটাল বিপ্লবের সূচনা করছে। ডিজিটাল বিশ্বে তৈরি হওয়া বিপুল পরিমান ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করা হয় কম্পিউটার দিয়ে, আর তা সহজ করতে বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যা মানুষের মস্তিষ্কের মত কাজ করে। মূলত কম্পিউটারে প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রযুক্তিকে দিয়ে মানুষের মত চিন্তা শক্তি, বুদ্ধি বা বিশ্লেষণ করানোই হচ্ছে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা। বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বেশি কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হচ্ছে শিক্ষায়। শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে ChatGPT ব্যবহার করে থিসিস, প্রজেক্ট, প্রশ্নের উত্তর ইত্যাদি নিমিষেই পেয়ে যাচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ যেমন বাধাগ্রস্ত হতে পারে তেমনই চাকরিজীবিদের মধ্যে চাকরিচ্যুতির ভয়, উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হতে পারে। আগামী দিনের বিশ্বে একটি বড় ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এজন্য প্রযুক্তি ভিত্তিক কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন। বাংলাদেশেও ডিজিটাল ব্যাংকিং এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে। তাই বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলাতে ব্যাংকিং সেক্টরের কর্মকর্তাদেরও কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার যথোপযুক্ত জ্ঞান আহরণের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ডিজিটাল বিপ্লবের এই যুগে আমাদের এবারের ই-অগ্রণী দর্পণ সংখ্যাটিতে ব্যাংকের গতানুগতিক সংবাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণে কবিতা, গল্প ইত্যাদি সংযোজিত হয়েছে। বিগত ত্রৈমাসে অগ্রণী পরিবারের যাদেরকে হারিয়েছি তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। এবারের সংখ্যায় যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ।

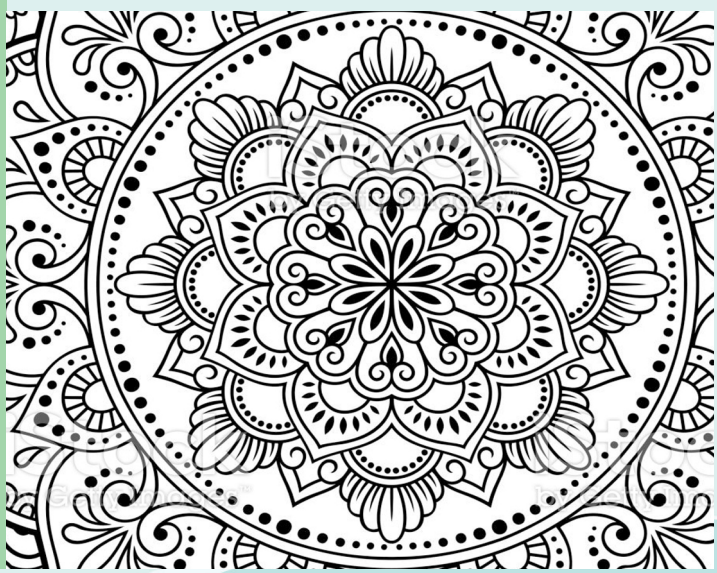

অগ্রণী পরিক্রমা

১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা

প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার একাংশ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ মে ২০২৩ অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত এ সভার সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। সভায় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অমল কৃষ্ণ মন্ডল। সভায় পরিচলনা পর্ষদের পরিচালক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য খোকন এনডিসি, মফিজ উদ্দীন আহমেদ, কাশেম হুমায়ূন, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, খোন্দকার ফজলে রশীদ, তানজিনা ইসমাইল, মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ এবং মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক এবং নির্বাহী পরিচালক মো. জাকির হোসেন চৌধুরী, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম, মো. আনোয়ারুল ইসলাম, শ্যামল কৃষ্ণ সাহা ও রেজিনা পারভীন, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও নিরীক্ষা ফার্মের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২০২২ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত ২০২২ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক ও আর্থিক সূচকে অগ্রগতি ও সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অমল কৃষ্ণ মন্ডল তার বক্তব্যে অগ্রণী ব্যাংকের সকল ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামীতে ব্যাংকটি সকল আর্থিক সূচকে অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে শীর্ষে অবস্থান করে নিতে পারবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ২০২২ সালে ব্যাংকের সাফল্যগাথা, ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও আর্থিক সূচক সমূহের অবস্থা তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। ব্যাংকের আমানত, ঋণ ও অগ্রীম, পরিচালন মুনাফা, আমদানি রপ্তানি, রেমিটেন্স, শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়সহ বিভিন্ন সেবা খাতে ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করে সমাজ তথা জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন এই প্রতিষ্ঠানের অবদান ও সাফল্যের বিশদ বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, ২০২২ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম ২০২১ সালের ৫৯,৭৯০ কোটি টাকা থেকে ৭২,৯৩৮ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা ১৩,১৪৮ কোটি টাকা বা ২২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২২ সালে ব্যাংকের ঋণ-আমানত অনুপাত ৭৮.৩৬% যা ২০২১ এর ৫৯.২৮% কে ছাড়িয়ে গেছে। চিত্তাকর্ষকভাবে ২০২২ সালে ব্যাংক ১,২০২ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা অর্জন করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৮৫% বেশি। ২০২২ সালে নীট সুদ আয়ে অগ্রণী ব্যাংক অসাধারণ উন্নতি করেছে। ২০২২ সালে নীট সুদ আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা আগের বছরে ছিল ঋণাত্মক ৭৬২ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ১৫৭%। সামগ্রিকভাবে, ২০২২ সালে ব্যাংকের সুদ উপার্জনক্ষম সম্পদ ৭৭,৭৫০ কোটি টাকা যা ২০২১ সালে ছিল ৬৬,৩৫১ কোটি টাকা প্রবৃদ্ধির হার ১৭%।

অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০২২ সালেও রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড বৈদেশিক রেমিট্যান্স অর্জনে শীর্ষস্থান বজায় রেখেছে। অগ্রণী ব্যাংক ২০২২ সালে ১৩,২৪৭ কোটি টাকার বৈদেশিক রেমিট্যান্স অর্জন করেছে, যা রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং বাংলাদেশের সকল ব্যাংকের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাসের প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা প্রদান এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন deferral সুবিধা বলবৎ থাকায় ২০২১ সালে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ কম ছিল।

অন্যদিকে করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার পূর্বেই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বিশ্বব্যাপী চলমান মন্দা অবস্থার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা অবস্থা, ঋণ পোর্টফোলিও এর পুনঃতফসিলকৃত ঋণগুলোর কিস্তি গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তা পুনরায় মন্দ ঋণে প্রত্যার্পণ ইত্যাদি কারণে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ প্রত্যাশিত সীমায় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তথাপি, ব্যাংক ২০২২ সালে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থান প্রদর্শন করেছে। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ২০২২ সালে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে নগদ ৩৫৭ কোটি সহ মোট ১,১০৯ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার করেছে যা ২০২১ সালের তুলনায় প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বেশী। অগ্রণী ব্যাংক সিএমএসএমই শিল্পের উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

২০২২ সালে সিএমএসএমই শিল্পের উন্নয়নে ২,০৫৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দক্ষ জনবল নিয়ে সর্ব ক্ষেত্রে ব্যাংকিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সর্বোত্তম সেবা দিয়ে দেশ তথা জাতির উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এ ব্যাংকটি নানা সাফল্যেও সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলেছে- ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও তাঁর বক্তব্যে তা তুলে ধরেন। সে সাথে ২০২৩ সালে ব্যাংকটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক কর্মকান্ড এবং আর্থিক সূচক সমূহের অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, অধিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম অর্জন ও সর্বক্ষেত্রে অগ্রণীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সিএমএসএমই খাতে প্রণোদনা ঋণ বিতরণে সভা

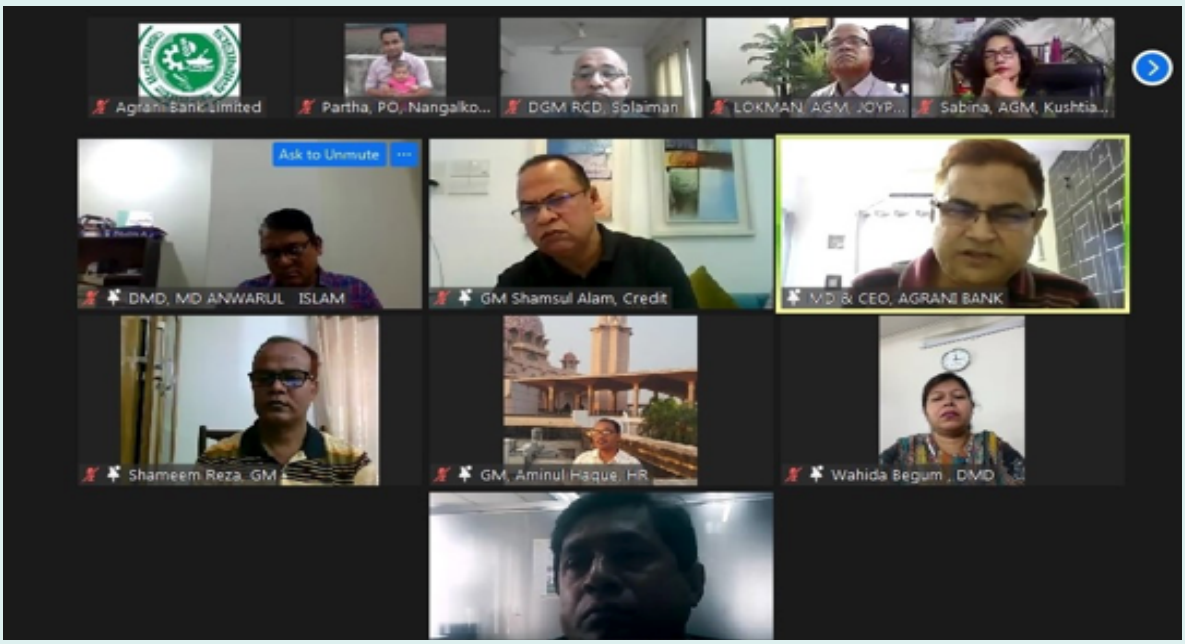

জুম ওয়েবিনারে অংশগ্রহণরত ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দের একাংশ

সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ তৃতীয় পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিডেটে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮ এপ্রিল এসএমই ক্রেডিট ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। এসময় তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষনা দেশ খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে এই প্রণোদনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) মো. শামছুল আলমের সভাপতিত্বে সভায় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম, মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও রেজিনা পারভীনসহ মহাব্যবস্থাপকগণ, উর্ধ্বতন নির্বাহী, শাখাব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন।

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা

অগ্রণী ব্যাংকের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সাবসিডিয়ারি কোম্পানি অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও পরিচালনা পর্ষদের ৯৩তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ এপ্রিল ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এ সভার সভাপতিত্ব করেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত।

ভার্চুয়াল এ সভায় সংযুক্ত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক কাশেম হুমায়ূন, কে এম এন মঞ্জুরুল হক লাবলু, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর, অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. জেহাদ উদ্দিন, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের পরিচালক এ কে এম দেলোয়ার হোসেন, এফসিএমএ, অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের সিইও অরুন্ধতী মন্ডল ও কোম্পানি সচিব মো. তারিকুল ইসলাম। সভায় পুঁজিবাজারে লেনদেনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সার্বিক তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের

জুম ওয়েবিনায় ভিডিও কনফারেন্সে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহন করছেন পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ

মাধ্যমে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অগ্রণী ইক্যুইটি ভালো মুনাফা অর্জন এবং বিগত বছর ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হওয়ায় উপস্থিত পরিচালকবৃন্দ ও শেয়ারহোল্ডারগণ সাধুবাদ জানান।

শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় বিষয়ক সেমিনার

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় ও ব্যবসা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬ মে ২০২৩ অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (এবিটিআই) রিকভারি এন্ড এনপিএ ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য খোকন, এনডিসি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেমিনারের উদ্বোধন করেন। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক খোন্দকার ফজলে রশীদ। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম, মো. আনোয়ারুল ইসলাম, শ্যামল কৃষ্ণ সাহা ও রেজিনা পারভীন এবং মহাব্যবস্থাপক (রিকভারি) এ কে এম শামীম রেজা।

শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় বিষয়ক সেমিনারে-২০২৩ বামে মো. মুরশেদুল কবীর, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য খোকন, এনডিসি, খোন্দকার ফজলে রশীদ

এ সময় মহাব্যবস্থাপকগণ, সকল সার্কেল ও কর্পোরেট শাখা প্রধানগণ এবং উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে পরিচালক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য খোকন বলেন, খেলাপি ঋণ আদায়ের কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যোগাযোগের পাশাপাশি আইনের সহায়তা নেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও ভাল গ্রাহক যাচাই বাছাই করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সার্কেল প্রধানদের দিক নির্দেশনা দেন।

পরিচালক খোন্দকার ফজলে রশীদ ২০২৩ সালে প্রদেয় ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা ও খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা আন্তরিক হবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর বলেন, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অগ্রণী ব্যাংকের অনেক অবদান রয়েছে। তিনি ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস, আমানত বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিচালন মুনাফা অর্জন ও গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুরের সাধারণ সভা ও বোর্ড সভা

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুরের সাধারণ সভা ও বোর্ড সভার একাংশ

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড সিঙ্গাপুরের ২০তম সাধারণ সভা এবং ৩৬তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ জুন ২০২৩ সিঙ্গাপুরের হোটেল পার্ক রয়্যালের জেড বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত এ সভা দুটির সভাপতিত্ব করেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। সভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে সংযুক্ত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। এসময় উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুরের পরিচালক এবং সিইও আবু সুজা মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, অপারেশন্স ম্যানেজার মো. আজিজুল ইসলাম এবং মীর মো. বায়েজীদ হোসেন। সভায় অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের একাউন্টস ফার্ম লিংক ম্যানেজমেন্ট, লোকাল অডিট ফার্ম সিসি ইয়াং এন্ড কোং এবং সেক্রেটারিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার ড্রিউকর্প সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে কোম্পানির ২০২২ সালের ব্যবসায়িক অর্জন সংক্রান্ত পর্যালোচনা, বার্ষিক হিসাব বিবরণী অনুমোদন এবং ২০২৩ সালের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা ও বাজেট পাশ করা হয়।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৮ মহাব্যবস্থাপককে সংবর্ধনা

পদোন্নতিপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপকবৃন্দের সাথে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৮ মহাব্যবস্থাপককে ১৫ জুন ২০২৩ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে সংবর্ধনা দিয়েছে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম ও রেজিনা পারভীন, মহাব্যবস্থাপকগণ ও উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপকগণ হলেন, সুস্মিতা মন্ডল, স্বপন কুমার ধর, মু: আফজাল হোসনে, শাহীনুর সুলতানা, সুধীর রঞ্জন বিশ্বাস, মো. হুমায়ূন কবির, মো. ইখতিয়ার উদ্দীন এবং মো. সামিউল হুদা। গত ৭ জুন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে তাদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

চুক্তি

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দের একাংশ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীরের সঙ্গে উপব্যবস্থাপনা পরিচালকগণের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২২ জুন স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভা কক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম, মো. আনোয়ারুল ইসলাম, শ্যামল কৃষ্ণ সাহা ও রেজিনা পারভীন, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

ছবিতে বাম থেকে অমল কৃষ্ণ মন্ডল, মো. মুরশেদুল কবীর, মোহাম্মদ দীদারুল ইসলাম, এফসিএ এবং শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সঙ্গে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৫ জুন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহর সঙ্গে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অমল কৃষ্ণ মন্ডল ও মো. আজিমুদ্দিন বিশ্বাস, এনডিসি, যুগ্ম সচিব ও মন্ত্রণালয়ের এপিএ সমন্বয়কারী মাকসুমা আকতার বানু, অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (সিআরও) মোহাম্মদ দীদারুল ইসলাম, এফসিএ সহ মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেনিং

৩ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও সহ অন্যান্যরা

সিএমএসএমই খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ১৫ জুন ৩ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে। ১৫ জুন ২০২৩ সকালে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। এসময় তিনি অগ্রণী ব্যাংকের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নসহ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, সিএমএসএমইখাতে ঋণ বিতরণ এবং ঋণ আদায়ের উপর প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মশালার সেশন পরিচালনা করেন মহাব্যবস্থাপক (এইচআরপিডিওডি) মো. আমিনুল হক। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক ও এবিটিআই-এর পরিচালক মো. রেজাউল করিম।

পুরস্কার

শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন আট কর্মকর্তা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অগ্রণী ব্যাংকের আট কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ৩১ মে ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ের ৫ম তলায় এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মকর্তাদের হাতে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২০২৩ ও সনদপত্র তুলে দেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। এ সময় তিনি বলেন, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ভালো কাজের জন্য সর্বদাই উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখবে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সততা, দায়িত্বশীলতা ও একাগ্রতার মাধ্যমে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের আহবান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, শ্যামল কৃষ্ণ সাহাও রেজিনা পারভীনসহ ঊর্ধ্বতন নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহাব্যবস্থাপক (বিএসইউসিডি) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হোসাইন ঈমান আকন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপমহাব্যবস্থাপক জাকিয়া পারভীন।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের সাথে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন, উপমহাব্যবস্থাপক শিরীন আক্তার, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মো. মাহমুদুল হাসান, মো. জাকারিয়া মন্ডল, মো. বাদল মিয়া, মুহাম্মদ আনোয়ারুজ্জামান মো. আশরাফুল ইসলাম সরকার, প্রিন্সিপাল অফিসার খালেদ মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন ও শেখ মো. খায়রুল হুদা। অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলেই তাঁদের অনুভূতসূচক বক্তব্য প্রদান করেন।

পদোন্নতি

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হলেন ৮ উপ-মহাব্যবস্থাপক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার ০৭/০৬/২০২৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন নম্বর ৫৩.০০.০০০০.৩১২.১২.০০৩ .২০-১০০ এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন সমুহের ৩৫ জন উপ-মহাব্যবস্থাপককে মহাব্যবস্থাপক পদে (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ টাকা ৬৬,০০০-৭৬৪৯০/- অনুযায়ী) পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকের ৮ জন মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন। পদোন্নতি প্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপকগণ হচ্ছে সুস্মিতা মন্ডল, স্বপন কুমার ধর, মু: আফজাল হোসেন, শাহীনূর সুলতানা, সুধীর রঞ্জন বিশ্বাস, মো. হুমায়ুন কবির, মো. ইখতিয়ার উদ্দীন, মো.সামিউল হুদা। পদোন্নতি প্রাপ্ত সকল মহাব্যবস্থাপককে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ হতে শুভকামনা ও অভিনন্দন।

সুস্মিতা মন্ডল

স্বপন কুমার ধর

মু: আফজাল হোসেন

শাহীনূর সুলতানা

সুধীর রঞ্জন বিশ্বাস

মো. হুমায়ুন কবির

মো. ইখতিয়ার উদ্দীন

মো. সামিউল হুদা

পদোন্নতি পেলেন ৩২ জন নির্বাহী

৮/৬/২০২৩ তারিখে ৮ জন উপমহাব্যবস্থাপক এবং ২৪ জন সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। উপমহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত নির্বাহীর নাম ও বদলীকৃত কর্মস্থল যথাক্রমে মোহাম্মদ শাহ জালাল (অঞ্চল প্রধান,বরিশাল), মো. আনোয়ারুল আজিম (শাখা প্রদান, আগ্রাবাদ জাহান ভবন কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম), খোন্দকার লুৎফুল কবীর (মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম), মো. মিজানুর রহমান (আইটিএন্ড এমআইএস ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়), দীপক চন্দ্র বড়াল (শাখা প্রধান, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল কর্পোরেট শাখা), আতিকুর রহমান খান (অঞ্চল প্রধান, মাদারীপুর অঞ্চল), মো. নাজিম উদ্দিন (অঞ্চল প্রধান, ঢাকা উত্তর অঞ্চল, ঢাকা), শামীম উদ্দিন জোয়ার্দ্দার (অঞ্চল প্রধান, চুয়াডাঙ্গা)। সহকারী মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত নির্বাহীর নাম ও বদলীকৃত কর্মস্থল যথাক্রমে সজল সাহা (শাখা প্রধান, সেনপাড়া শাখা, ঢাকা), কাজী ফাতেমা বেগম (শাখা প্রধান, আইসিডিডিআরবি শাখা, ঢাকা), মাহবুব রায়হান আহমেদ (শাখা প্রধান, ইমামগঞ্জ শাখা, ঢাকা), সবুজ কুমার দত্ত (আগ্রাবাদ জাহান ভবন কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম), আফরোজা মুকুল (ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চল, ঢাকা), শিশির বরণ রায় (শাখা প্রধান, রাজগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, কুমিল্লা), আশীষ কুমার দেব (শাখা প্রধান, বনরূপা শাখা, চট্টগ্রাম), কাজী আনিসুর রহমান (শাখা প্রধান, মাদারীপুর শাখা, মাদারীপুর), এ. টি. এম ফারুকুজ্জামান ভুঁইয়া (তেজগাঁও শিল্প এলাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা), মু আব্দুর রহমান (বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা), মোবারক হোসেন (শাখা প্রধান, ছোটবাজার শাখা, ময়মনসিংহ), খন্দকার জাহিদ আহম্মেদ (সাহেব বাজার কর্পোরেট শাখা, রাজশাহী), মো. তানভীর ইসলাম (বি. ওয়াপদা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা), মো. হাসান তারেক (আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী), উত্তম কুমার বিশ্বাস (শাখা প্রধান, সদর রোড শাখা, বরিশাল), মো. আনোয়ার হোসেন (মৌলভীবাজার কর্পোরেট শাখা, ঢাকা), কাইয়ুম মিয়া (আঞ্চলিক কার্যালয়, গাজীপুর), রাজীব চন্দ (শাখা প্রধান, টাঙ্গাইল শাখা), মো. মাহবুবুর রহমান চৌধুরী (শাখা প্রধান, চকবাজার শাখা, ঢাকা), মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (সেন্ট্রাল একাউন্টস্ ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়), আক্তার জাহান বেগম (এইচআর ডিসিপ্লিন, গ্রিভেন্সেস এন্ড আপীল ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়), মো. জমসেদ আলম (মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, রংপুর সার্কেল), মুদ্রা চাকমা (শাখা প্রধান, খাগড়াছড়ি শাখা) এবং বিশ্বজিৎ রায় (শাখা প্রধান, মালদহপট্টি শাখা, দিনাজপুর)।

পদোন্নতি প্রাপ্ত সকলকে ব্যাংকের পক্ষ হতে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

শোক সংবাদ

সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হলেন আইসিটি কর্মকর্তা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামি ব্যাংকিং ইউনিট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত সিনিয়র অফিসার (আইসিটি) জনাব এ.এস.এম মান্নাফ রহমান, পিতা- মো. মশিয়ার রহমান, ২৮ জুন, ২০২৩ তারিখে সস্ত্রীক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে খুলনায় চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ২৯ জুন, ২০২৩ দুপুর ১.০০ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

এ.এস.এম মান্নাফ রহমান

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর। তিনি স্ত্রী, বাবা-মা ও ভাইসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে ২০১৮ সালে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিজ দায়িত্বের প্রতি অবিচলথেকে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে গেছেন।একজন মেধাবী, সৎ, দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মকর্তাকে হারিয়ে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর, এবং সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

স্বাস্থ্য সচেতনতা

ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার

ডেঙ্গু রোগটি এডিস মশাবাহিত ভাইরাল সংক্রমণ। সাধারণত বর্ষাকালে বা বর্ষার পরপর এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। মশার কামড়ের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণের ৩ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ডেঙ্গ জ্বরের উপসর্গগুলো প্রকাশ পেয়ে থাকে। ডেঙ্গুর প্রধান লক্ষণ জ্বর এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জ্বর ১০১-১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়াও প্রচণ্ড মাথাব্যথা, চোখের পিছনে বা অক্ষিকোটরে ব্যথা, মাংসপেশি ও অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, বমি বমি ভাব বা বমি, চামড়ায় লালচে দাগ বা ফুসকুড়ি দেখা যেতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বরের তিনটি ধরণ বা ক্যাটাগরি রয়েছে যেমন 'এ', 'বি', ও 'সি'। 'এ' ক্যাটাগরির রোগীরা স্বাভাবিক থাকে। তাদের শুধু জ্বর থাকে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। 'বি' ক্যাটাগরির ডেঙ্গু রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লাগতে পারে। কিছু লক্ষণ, যেমন পেটে ব্যথা, বমি, ডায়াবেটিস, স্থূলতা, জন্মগত সমস্যা, কিডনি বা লিভারের সমস্যা থাকলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়াই ভালো।

'সি' ক্যাটাগরির ডেঙ্গু জ্বর সবচেয়ে ক্ষতিকারক। এতে লিভার, কিডনি, মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র বা আইসিইউর

প্রয়োজন হতে পারে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ

ডেঙ্গু রোগের জন্য দায়ী এডিস মশা দিনের বেলা কামড়ায়। তাই ডেঙ্গুর ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকতে চাইলে যা যা করা উচিত

- এমন পোশাক পরতে হবে, যা শরীরের বেশির ভাগ অংশই ঢেকে থাকে
- দিনের বেলা ঘুমানোর সময়ে মশারি টানিয়ে ঘুমানো
- জানালায় নেট বা তারজালি ব্যবহার
- হাতে-পায়ে মশা প্রতিরোধী ক্রিম বা লোশন ব্যবহার
- ঘরে কয়েল বা মশা প্রতিরোধী উদ্বায়ী পদার্থ ব্যবহার
- মশার বংশ বিস্তার রোধকল্পে আবাসস্থলের আশপাশে আবদ্ধ পানি অপসারণ
- বাসা বাড়িতে ৩ দিনের বেশি এসির পানি, ছাদে টবের জমানো পানি অপসারণ ইত্যাদি

ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হলে যা করা উচিত

- পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকা

- প্রচুর পানি বা তরল খাবার খাওয়া। একটু পরপর ডাবের পানি, লেবুর শরবত, ফলের জুস এবং খাবার স্যালাইন পান করা।

- ব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়া। স্বাভাবিক ওজনের একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিদিন সর্বোচ্চ আটটি প্যারাসিটামল খেতে পারবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তির যদি লিভার, হার্ট এবং কিডনি সংক্রান্ত জটিলতা থাকে, তাহলে প্যারাসিটামল সেবনের আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

- আইবুপ্রোফেন এবং অ্যাসপিরিনের মতো নন-স্টেরয়ডাল ওষুধ সেবন থেকে বিরত থাকা। ডেঙ্গুর সময় এ জাতীয় ওষধ গ্রহণ করলে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

- অন্যান্য সব লক্ষণের দিকে খেয়াল রাখা এবং জটিলতা দেখা দিলে দ্রুতঅভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া।

- ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে প্ল্যাটিলেট এখন আর মূল বিষয় নয়। প্ল্যাটিলেট হিসাব নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

- প্ল্যাটিলেট কাউন্ট ১০ হাজারের নিচে নামলে বা শরীরের কোনো জায়গা থেকে রক্তপাত হলে প্রয়োজন বোধে প্ল্যাটিলেট বা ফ্রেশ রক্ত দেয়া।

ডেঙ্গুতে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলে তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এক্ষেত্রে তলপেটে তীব্র যন্ত্রণা, একনাগাড়ে বমি, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস, নাক ও মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, ভীষণ অস্থিরতা, বমি অথবা মলের সঙ্গে রক্ত আসা, ত্বক ঠান্ডা এবং ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, দুর্বলতা বোধ করা। তাই সচেতন থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নেন।

(তথ্যসুত্র: ডব্লিউ এইচও)

প্রতিবেদক: মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান, প্রিন্সিপাল অফিসার,
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কবিতা

আমার সকাল সন্ধ্যা

মোহাম্মদ আবুল কাশেম

সকাল বলে দুপুরকে ভাই -
একখানি দাঁড়া!
তোকে আমি সবই দিবো,
শুধুই দুহাত বাড়া।

দুপুর বলে তুই আসলে
বোকার মতোই বলিস-
মোর দাঁড়াবার, নেই অবসর
সেটা কি তু বুঝিস?

বিকেল বলে চল তাহলে-
রাতের কাছে বলি,
রাত যে আবার প্রেমের আঁধার
দারুন নিরিবিলি।

রাত্রি শুনে মুচকি হাসে-
প্রেমিকরা সব মোর পরশে,
কেমনে কি আর বলি-
আমি নিজের মতোই চলি।।

সহকারি মহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশন ডিভিশন

গল্প

দুধভাত

মো. মাহমুদুল হক

টেবিল থেকে কাগজপত্র সব গুছিয়ে ড্রয়ারে তালা মারলেন আলম সাহেব। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসমত ঘড়ির দিকে তাকালেন, আটটা বাজে, অফিসের আর সবাই বের হয়ে গেছে। সবসময় তিনিই অফিস থেকে বের হওয়া শেষ মানুষ। অবশ্য এটা নিয়ে এখন আর তার তেমন কোনো অভিযোগ নেই। সংসারে কেউ কেউ থাকে, বুদ্ধিমানের মত যারা অনেক কিছু এড়িয়ে যাওয়া শেখেনা। আলম সাহেবও ঐ বোকা গোত্রের মানুষের মধ্যে পড়েন। কোন ঝামেলার ক্লান্তিকর কাজ যদি আর কেউ করতে রাজী না হয়, তাহলে সেটার জন্য অবধারিতভাবে আলম সাহেব আছেন, কি সেটা অফিসে হোক, অথবা পরিবারের মধ্যে।

ছাত্রজীবনে যে খুব ভাল ছাত্র ছিলেন আলম সাহেব সেরকম না। তবে পড়াশোনা নিয়ে থাকতে তার খুব ভালো লাগতো, আশেপাশে যারা পড়ালেখা শিখে অনেক বড় মানুষ হল তাদেরকে মনের মধ্যে বেশ শ্রদ্ধাই করে এসেছেন। পরিবারে আলম সাহেব ছিলেন ভাইদের মধ্যে ছোট। তিনি যখন আইএ পাস করলেন, তার কিছুদিন পরেই বাবা স্ট্রোক করলেন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী । আলম সাহেবের ইচ্ছে ছিল অন্তত বিএ পাস করবেন। কিন্তু সেটা আর হল না!

বাবা বিছানায় পড়লেন, বড় দুই ভাই যার যার নিজের মত গুছিয়ে নিলেন। ততদিনে নিজেদের সংসার হয়ে গেছে তাদের, বাবা মা ছোট ভাইবোনের দিকে তাদের আর তাকানোর অবসর ছিল না।

আইএ পাস করে তিনি সরকারী একটা ব্যাংকে কেরানির পদে চাকুরি পেয়ে গেলেন, বিছানায় পড়ে থাকা বাবা, অবিবাহিত ছোট বোন, সবার দিকে তাকিয়ে এমএ পাস করার ইচ্ছা অলক্ষ্যে গিলে ফেলে আলম সাহেব শুরু করে দিলেন মানুষের টাকা গোনা। তারপর কত জল বয়ে গেল, কত নদী শুকিয়ে গেল, কত কুল ভেসে গেল সময়ের াবনে, আলম সাহেব আজ পঁয়ত্রিশ বছর পরে অফিসার হয়ে গেছেন, গঙ্গানন্দপুর ব্রাঞ্চের আজ তিনি সেকেন্ড অফিসার। ছোট বোনের বিয়ে দিয়েছেন, নিজে বিয়ে করে ছেলেমেয়ে বড় করেছেন। নিজের যে কোন শখ আহ্লাদ বলে কোন বস্তু ছিল, সবই গেছে বিস্মৃতির আড়ালে।

তবে এই জোয়াল টানার ক্লান্তিহীন ধারাবাহিকতায় একটা জিনিস হয়েছে বটে, আলম সাহেব তার ক্ষুদ্র পরিমন্ডলে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবেই বিবেচিত হন। যেমন তিনি যদি অফিসে না আসেন বা অসুস্থ থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবে বেশ কিছু কাজ হবেনা, বেশ কিছু মানুষ ফিরে যাবে, বেশ কিছু ফাইল পড়ে থাকবে অনড়। আর পরিবার আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও তার একই অবস্থান। ভাগ্নীর বিয়ে, গহনা কেনার টাকা আলম সাহেব দেবেন। বড় ভাইয়ের ছেলের প্রাইমারী মাস্টারের চাকুরীর জন্য টাকা লাগবে, আলমের কাছে গিয়ে ধরনা দাও। বড় চাচার মেয়ে অসুস্থ, শহরে নিতে হবে চিকিৎসার জন্য, টাকা নাই, জানাবোঝা লোক নাই। তো গিয়ে কেঁদে পড় আলম সাহেবের কাছে, যেভাবেই হোক একটা ব্যবস্থা হবে বটে।

অফিস থেকে বের হয়ে রোজকার মত মতিনের চায়ের দোকানে এসে বসলেন। মতিনকে কিছু বলতে হয়না, সে আলম সাহেবের চাহিদা জানে। মতিন একটা চা আর সিগারেট বাড়িয়ে দিল। বদভ্যাস বলেন আর টিকে থাকা কোন শখ বলেন, এই একটাই বিলাসিতা আছে আলম সাহেবের। অফিসের সব কাজ শেষ করে তিনি খুব আয়েশ করে বসে এককাপ চা এর সাথে একটা সিগারেট খান। কোন কোন দিন চুপচাপ বসে থাকেন, এটাসেটা অর্থহীন নানা কিছু ভাবেন, আবার কোনদিন মতিনের সাথে গল্প জুড়ে দেন। তবে আজ আলম সাহেবের বেশ তাড়া আছে, তার মেয়ে তিনবছরের নাতনীসহ বাড়ী এসেছে আজ। নাতনীকে দেখার জন্য, ওর ছোট্ট মুখটা বুকে চেপে ধরার জন্য তার বুড়ো বুকটা বড় আকুপাকু করছে! আহা, কি মায়া! কি মায়া! তার শ্যালকের ছোট ছেলের বিয়ে, সেই উপলক্ষে মেয়ে এসেছে, জামাই আসবে দুইদিন পরে।

এখন অবশ্য আলম সাহেবের ব্যস্ততা, দুশ্চিন্তা অনেক কমে গেছে। ব্যাংকে নতুন নতুন ছেলেমেয়েদের নিয়োগ হচ্ছে, তার ব্রাঞ্চেও দিয়েছে দুইজন। কিন্তু ওদের উপরে তো ভরসা করে সব কাজ ছেড়ে দেওয়া যায়না। নতুন চাকুরি সবার, কাজ বুঝে নিতে তো ওদের সময় লাগবে। আর পরিবারের ভারও একটু হাল্কা হচ্ছে, বড় ছেলেটা চাকরিতে ঢুকেছে ঢাকায়। আইটি, কম্পিউটার অমুক তমুক নিয়ে কাজ, তিনি নিজে তেমন একটা বোঝেন না। যখন চাকরির কথা বলল ছেলে, তিনি তেমন একটা গুরুত্ব দেননি। ছেলে যে একটা কোথাও ঢুকে কাজ শুরু করেছে, এটাই তো অনেক। ছেলেও রওনা দিয়েছে ঢাকা থেকে, আজকেই চলে আসবে।

বাসায় ফিরে দেখেন কোন সাড়াশব্দ নাই, আলো বন্ধ, বুকটা হুট করে অজানা অমঙ্গল আশঙ্কায় থমকে গেল। তিনি হৈ চৈ মুখর একটা বাসা আশা করছিলেন। পিচ্চি নাতনী গুটিগুটি পায়ে ছুটাছুটি করবে, মেয়েটাকে দেখবেন কতদিন পর। বাসা থেকে আবার চলে যাবেন

সবাইকে নিয়ে বাজারে, কেনাকাটা করবেন বেশ মজা করে। কিন্তু খালি বাসাটা যেন তার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসতে থাকে। গেট খুলে দিল নুরজাহান, তার বাসায় কাজ করে। তাকে দেখা মাত্র নুরজাহান বলে উঠলো, চাচা- ভাইজান আসছে ঢাকা থেকে, সবাইরে নিয়ে গেছে বাজারে, কেনাকাটা করবে।
আলম সাহেব বলা বেশ হতবাক হয়ে যান, তাকে ছাড়া এই বাসায় বাজার হবে, কেনাকাটা হবে, এইটা তো কখনও হয় নাই!

টাকা কোথায় পেল ওরা, ছেলে তাহলে ভালো রোজগার শুরু করেছে। পিতা হিসেবে আর সবার মতই খুশী হন, কিন্তু এই ফাঁকা বাড়িতে ঢুক তার খুব মন খারাপ লাগতে থাকে। নিজের ভেতর থেকে কেমন অভিমানের তেতো ঢেঁকুর উঠে আসছে। অফিস থেকে দেরী করে আসার জন্য কতবার গিন্নির সাথে ঝগড়া করেছেন, তিনি না থাকলে বাজারে যাওয়া হচ্ছে না, অমুক দাওয়াতের গিফট কেনা হচ্ছে না! আর আজ হন্তদন্ত হয়ে বাসায় ফিরে দেখেন কেউ নেই।

আলো না জ্বালিয়ে ঘর অন্ধকার করে বসে রইলেন গম্ভীর হয়ে, নুরজাহান ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে বললঃ

-চাচা কি শরিল খারাপ?
-না।
-চা কইরা দিমু? অন্ধকারে বইসা আছেন কেন?
-কিছু হয় নাই, তুই যা, তোর কাজ কর।
-চাচা, আম্মায় কইসে দুধ নিয়ে আসতে, বাবু দুধভাত খাইব, করিমনের মা দুধ দেয় নাই , ওদের গরু মরসে।
- তুই যা, দেখতেসি আমি কি করা যায় । ওরা কখন আসবে কিছু বলসে?
- না, তয় দেরী হইতে পারে, দেরী হইলে আপনারে খাইয়া ফেলতে বলসে।
কিছুক্ষন গুম হয়ে বসে থাকেন আলম সাহেব। নাতনী কে আদর করে ডাকেন বুড়ি বলে। বুড়ি দুধ ভাত খাবে, বসে তো থাকা যায়না, কিছুক্ষনের মধ্যেই তিনি নিজেকে রাস্তায় আবিস্কার করলেন। বাজারে অধিকাংশ মানুষ তার পরিচিত । ব্যাংকে চাকুরি করার সুবাদে ব্যবসায়ী সবাই কমবেশী তাকে চেনে। কিছুক্ষনের মধ্যেই তিনি দুধের ব্যবস্থা করে ফেললেন। বাড়িতে এখন কেউ নেই, তবুও বাইরে থাকতে ইচ্ছে করলো না, বাসার দিকে রওনা দিলেন। বাড়ি গিয়ে বিছানায় সটান শুয়ে পড়লেন। নিজেকে অত্যাবশ্যকীয় না মনে হবার এক অচেনা অনুভূতি নিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।
ঘুম ভাঙলোতার চুল টানা খেয়ে, কি ব্যাপার? চোখ খুলে দিলেন পেটের উপরে বুড়ি বসে তার চুল ধরে টানছে!

- নানু, নানু, উথ, উথ...

মুহূর্তেই গলে জল হয়ে গেলেন আলম সাহেব, কোথায় গেল তার অভিমান, ক্লান্তি, মায়ার টুকরাটাকে কোলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সজাগ হয়ে উঠলেন।
মেয়ে আসলো, কাছে এসে জিজ্ঞেস করে,

- বাবা, শুয়ে পড়েছ যে, শরীর খারাপ নাকি?
- আরে না রে মা, তোরা আসছিস, আর আমার অষুধ বুড়ি চলে আসছে, আর আমার কোনো সমস্যা নেই!
ততক্ষনে গিন্নী আসছে,
- আর তোরা যখন নিজেরাই সব কিছু করতে পারছিস, আমি ঘুমিয়ে থাকলেই সমস্যা কি?

শেষের কথাটা রিনু বুঝতে পারে যে বাবা মাকেই বলছে। তবু মেয়ে অস্থির হয়ে বলল,

- বাবা, তুমি অফিস থেকে এত ক্লান্ত হয়ে ফের যে তোমাকে আর টানিনি, আর ভাইয়াও খুব তাড়াহুড়া করতে লাগলো!

ছেলে জহির আসে, বাড়িতে আজ চাঁদের হাট! বহুদিন খুব কাছাকাছি প্রাণগুলো ছড়িয়ে গিয়েছিল দূরে দূরে, আজ আবার কাছে আসার উত্তাপে টগবগ করছে সবাই! মানুষ কিভাবে বাঁচে? এত লম্বা অর্থহীন জীবনটা মানুষ কিভাবে টেনে নিয়ে যায় হাসিমুখে? এর উত্তর আজ আলম সাহেবের বাড়িতে আসলে পাওয়া যেতে পারে!
রাতে সবাই একসাথে খেতে বসার আগে বুড়িকে দুধভাত খাওয়াতে বসলেন আলম সাহেব। রিন রান্নাঘর থেকে হাঁক মেরে বলে

- বাবা, গল্প বলতে হবে কিন্তু, গল্প না শুনে শুনে তোমার বুড়ি কিন্তু খেতে চায়না।

আলম সাহেব মহা মুশকিলে পরে গেলেন। ছোটদের গল্পতো তিনি অনেক আগেই সব ভুলে গেছেন, শুধু ছোটদের না, সব কাল্পনিক গল্পই যেন ভুলে গেছেন। কি গল্প বলবেন এখন, ইস তিনি আগে থেকে জানলে একটা ছোটদের গল্পের বই কিনে আনতেন, ওখান থেকেই তিনি তার বুড়িকে গল্প পড়ে শোনাতে পারতেন ! যাই হোক, গল্প তো বলতেই হবে, তিনি মাথায় যা আসছে তাই বলার সিদ্ধান্ত নিলেন, দুধভাত খাওয়াতে খাওয়াতে শুরু করলেন,

- জানিস বুড়ি, এক দেশে ছিল এক রাজা, রাজার মনে ছিল অনেক দুঃখ!

এটুকু বলে চুপ করে গেলেন, মাথায় আর কিছু আসছেনা। রাজাদের আবার দুঃখ থাকবে কেন! কি বানিয়ে বললে যে বুড়ি খুশি হবে এইটা আর মনে আসছেনা।
বুড়ি একটু চুপ করে তাকিয়ে থাকে, তারপর বুঝতে পারে নানু আর গল্পে এগুচ্ছে না, সে তীব্র প্রতিবাদের তোড়ে চিৎকার শুরু করে, এটাকে কান্না বলা যেতে পারে।
আলম সাহেব আপোষের সুরে বললেন আচ্ছা, ঠিক আছে, চল, আমি আমার ছোট বেলার গল্প বলি, আমি তখন তোমার মতই ছোট।

তার নানু যে তার মত একসময় খুব ছোট ছিল, এইটাই বুড়ির জন্য বিশাল বিস্ময়ের ব্যপার!

- তুমি একসময় আমার মত খুউব ছোত ছিলা!
- হ্যাঁ, বুড়ি, আমি তোমার মতই একসময় অনেক ছোট ছিলাম!
- তখন কি তুমি আমার মত দুধ ভাত খেতা?

একটু থামেন আলম সাহেব। প্রতিদিন দুধভাত খাওয়ারর সচ্ছলতা তাদের ছিল না, সেই সময় তাদের গ্রামের বেশীরভাগ মানুষেরই এটা ছিল না!
- না আমি দুধ ভাত খেতাম না! তবে খেলায় দুধভাত বলে একটা জিনিস ছিল। বড়দের খেলায় ছোটদের সান্ত্বনা দিয়ে দুধভাত বলে খেলায় নেওয়া হত, দুধ ভাত খেলোয়াড়দের খেলায় কোন ভূমিকা থাকতনা, তারা গোল দিলেও গোল হিসেব হতনা, তাকে কেউ আটকাতেও যেতনা।
-তোমরা সেই সময় কি কি খেলা খেলতে?
-খেলার কি আর শেষ ছিল রে? গোল্লাছুট, গাদি, পলাপলি, লাট্টু, ডান্ডাগুলি, বুড়ি-ছু আরও কত খেলা, নাম মনে আসছেনা সবগুলোর!

ছোটবেলার খেলার গল্প বলতে বলতে খাওয়া শেষ, সারাদিনের উত্তেজনায় বুড়ি আলম সাহেবের কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে আলম সাহেব জহিরের সাথে কথা বলতে বসলেন। গতরাতে গিন্নি ছেলের বিয়ের কথা তুলেছিল। তিনি কথা বলে বুঝতে চান জহিরের চাকুরীর কি অবস্থা, ভালো হলে তিনিও বিয়ে দিয়ে হাত পা ছাড়া হয়ে যেতে চান।
সবার সাথে কথা আলোচনা শেষ করে যখন বিছানায় ঘুমাতে আসলেন তখন সন্ধ্যের অসময়ের ঘুম পুরো চটে গেছে। বুড়িকে ছোটবেলার গল্প বলতে গিয়ে তিনি নিজেই স্মৃতির আক্রমণে পর্যদুস্ত মনে হচ্ছে। অর্থহীন, টুকরা, ছোটখাটো নানা স্মৃতি ভিড় করছে মাথায়। দুধভাতের কথা মনে পড়ে গেল। বড়রা তাকে খেলায় নিতে চাইতনা। খুব জেদ ধরলে তারা অনেকটা বাধ্য হয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নিত। খেলায় নেওয়ার সময় বলে নেওয়া হত যে ও দুধভাত। তো খেলায় নিলেও আসলে তার কোন ভূমিকা, গুরুত্ব থাকতো না। দুধভাত খেলোয়াড় গোল দিলেই কি, না দিলেই কি- কারও কোন মনোযোগ থাকতো না সেইদিকে। মাঝে মাঝে এই দুধ ভাত খেলোয়াড় হয়ে থাকতে কি যে দুঃখ লাগতো!
পরের দিন অফিসও আলম সাহেবের বরাবরের মত বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই গেল। নিজের কাজ তো আছেই। তার সাথে নতুন ছেলে আছে দুইজন। ওদেরকেও কাজ শিখিয়ে নিতে হয়। বিকাল নাগাদ লেনদেন সব শেষ করে যখন হিসেব মেলাচ্ছেন, হুট করে তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল, তিনি খুব জরুরী একটা কাজে ভুল করে ফেলেছেন। একটা বড় অঙ্কের পে অর্ডারে সই না করেই খামে রেখেছিলেন, পার্টি এসে নিয়ে গেছে দুপুরে। সই ছাড়া ঐ পে অর্ডারে কোন কাজ হবে না। পার্টি পড়বে বিপদে। তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের চাকুরী জীবনে এই রকম ভুল হয়নাই। প্রথমে একটু হতভম্ব ভাবে বসে রইলেন, তারপরেই উঠে পড়লেন। এই পার্টির দোকান তিনি চেনেন, এরই মধ্যে ঢাকায় রওয়ানা না হলে তিনি হয়ত তাঁর ভুলটা সংশোধন করার সুযোগ পাবেন।

কাউকে তেমন কিছু না জানিয়ে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। বাজারে এসে দেখেন দোকান বন্ধ, বাসায় থাকতে পারে ভেবে পাশের দোকান থেকে ঠিকানা নিয়ে পার্টির বাসায় গেলেন ৫ কিমি দূরে। বাসায় গিয়ে পার্টিকে পেলেন না, তবে একটা নাম্বার পেলেন যেখানে সন্ধ্যার পরে তাকে পাওয়া যাবে। আলম সাহেব আর বাসায় গেলেন না, বাজারে এসে মতিনের চায়ের দোকানে বসে রইলেন। বুঝতে পারলেন, আসলে বলা যায় অনেকটা মেনেই নিলেন যে তাঁর বয়স হয় যাচ্ছে, অবসরে যাওয়ার সময় তো চলেই আসলো, আর কয়েকটা মাস। কিন্তু তার বেখেয়াল ভুলের জন্য একজন বিপদে পড়বে, এইটা মেনে নিতে তার অনেক কষ্ট হতে থাকে।
সন্ধ্যার পরে তিনি পার্টিকে ফোনে পেলেন। যেটা তিনি জানতে পারলেন তাতে তার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার কথা। পে অর্ডারে নাকি কোন ভুল হয়নি। সই ঠিকই আছে। কিন্তু আলম সাহেব তো সই করেননি, কাউকে করতেও বলেন নি, খামে ভরে ড্রয়ারে রেখেছিলেন পার্টি আসলে দেওয়ার জন্য। সই এর নাম শুনে বুঝলেন নতুন অফিসার, তাকে তিনি বলেন নি, কিন্তু সে নিজে থেকেই তার ভুল সংশোধন করে নিয়েছে।

তার মানে নতুনরা কাজ শিখছে, ওরা দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছে, আলম সাহেবরা না থাকলেও কাজ চলবে। রাত হয়ে আসছে, বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। আজও বেশ দেরি হয়ে গেল। তবে আজকের জন্য আর তেমন অস্থির তাড়া অনুভব করছেন না। তিনি বাসায় দেরিতে পৌছুলেও তেমন কিছু আটকে থাকবে না, তিনি এখন অনেকটাই ভারহীন। বাড়ি গিয়ে বুড়িকে দুধ ভাত খাইয়ে গল্প পড়ে শোনাবেন। কাল অফিসে একটু দেরিতে গেলেও তেমন অসুবিধা হবেনা বুঝতে পারছেন। তার ধারনা ছিল এরকম একটা দিন আসলে তার খুব শান্তি লাগবে, কোথাও আর সেদিন কোন দুঃখ থাকবেনা। কিন্তু অবাক ব্যাপার, আজ আলম সাহেবের সেই ছোটবেলার সেই দুধভাত খেলার কথা মনে পড়ছে। ছোটবেলার যখন বড়দের খেলায় দুধভাত হতেন, বড় কষ্ট লাগতো তার। আজকে ছোটদের খেলায় আজ তাকে আবার দুধভাত হতে হচ্ছে। এইবেলা কেমন লাগবে সেই খেলা-সেইটা ভাবতে ভাবতে ফিরে চললেন ঘরে।

প্রিন্সিপাল অফিসার
পাবলিক রিলেশন ডিভিশন

“অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর গোল্ডেন অফার”

স্বল্প এবং মধ্যম আয়ের জনগণের সঞ্চয়ের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড চালু করেছে

“মাসিক মুনাফা সঞ্চয় প্রকল্প”

আপনি যদি ঘরে বসে নিশ্চিত মুনাফা পেতে চান আসুন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর যে কোন শাখায়, পাবেন নিরাপত্তা, মিলবে আস্থা, খুলুন **“মাসিক মুনাফা সঞ্চয় প্রকল্প”** হিসাব।

এ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য পূরণ করবে আপনার আকাঙ্খা।

মুনাফার হার ৮.০০%।

মাসিক মুনাফার পরিমাণ প্রতি লাখের জন্য ৬০০.০০ টাকা।

মাসিক মুনাফার টাকা মাস পূর্তির পরবর্তী ৩(তিন) কর্মদিবসের মধ্যে আপনার সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবের মাধ্যমে পাবেন।

এককালীন সর্বনিম্ন জমার পরিমাণ ৫.০০ লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ যে কোন অংক (১.০০ লক্ষ টাকার গুণিতক)।

মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর।

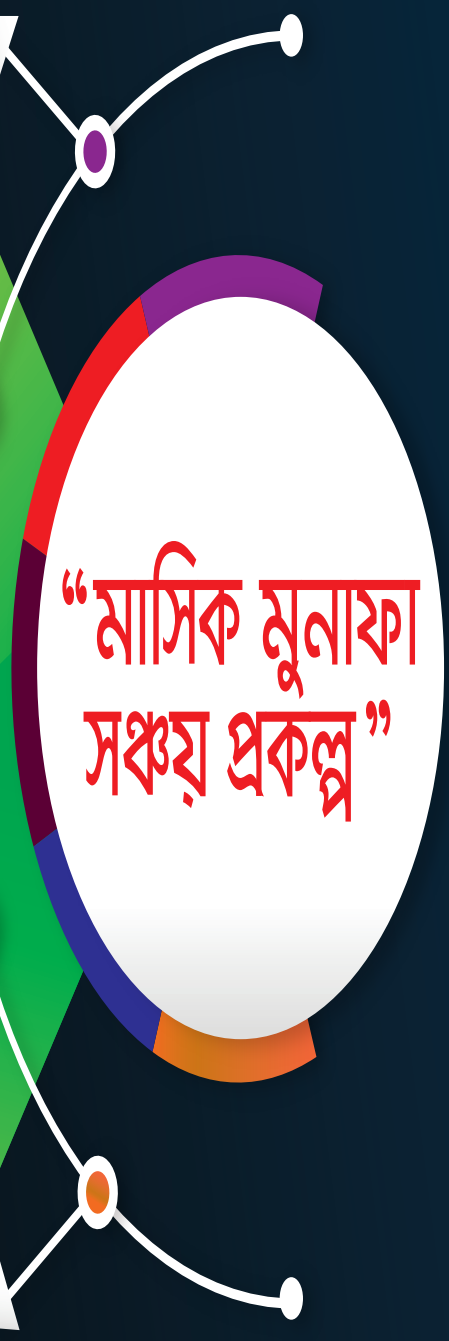

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

Agrani Bank Limited

Committed to serve the nation